(ক)

মূল্যবোধ ও নৈতিকতার ধারনা:

যে চিন্তাভাবনা, লক্ষ, উদ্দেশ্য ও সংকল্প মানুষের সামগ্রিক আচার-ব্যবহার ও কর্মকান্ডকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে, তাকেই আমরা সাধারনত মূল্যবোধ বলে থাকি। সমাজজীবনে মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আচার-ব্যবহার ও কর্মকান্ড যে সকল নীতিমালার মাধ্যমে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের সমষ্টিকে সামাজিক মূল্যবোধ বলে।

এম. আর. উইলিয়াম্স এর মতে, মূল্যবোধ মানুষের ইচ্ছার একটি প্রধান মানদন্ড। এর আদর্শে মানুষের আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতি নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এই মানদন্ডে সমাজে মানুষের কাজের ভালো মন্দ বিচার করা হয়।

এফ. ই. মেরিল বলেন, "সামাজিক মূল্যবোধ হচ্ছে বিশ্বাসের এক প্রকৃতি বা ধরন, যা গোষ্ঠীগত কল্যানে অংশগ্রহন করাকে মানুষ গুরুত্বপূর্ন বলে মনে করে।

Scanned with CamScanner

সুতরাং সামাজিক মূল্যবোধ হচ্ছে সেসব আচার-আচারন ও কর্মকান্ডের সমষ্টি, যা সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে এবং সমাজজীবনে ঐক্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে। সামাজিক মূল্যবোধ হচ্ছে শিষ্টাচার, সততা, ন্যায়পরায়নতা, শৃঙ্খলাবোধ প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তি বা মানবীয় গুনাবলির সমষ্টি।

নৈতিকতা:

নৈতিকতার ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Morality', ইংরেজি Morality শব্দটি এসেছে ল্যাটিন Moralitas থেকে, যার অর্থ সঠিক আচরন বা চরিত্র। গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস, প্লেটো এবং এরিস্টটল সর্বপ্রথম নৈতিকতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন।

জোনাথান হেইট মনে করেন, "ধর্ম, ঐতিহ্য এবং মানব আচরন- তিনটি থেকেই নৈতিকতার উদ্ভব হয়েছে।"

Scanned with CamScanner

নৈতিকতা হলো মানুষের অন্তর্নিহিত ধ্যান-ধারনার অভিষ্টি যা মানুষের সুকুমার বৃত্তি অনুশীলনে অনুপ্রানিত করে। নৈতিকতা বা ন্যায়বোধ মানসিক বিষয়। এটি হলো মানবমনের উচ্চ গুনাবলি। নৈতিকতা বা নীতিবোধ একান্তভাবেই মানুষের হৃদয়-মন থেকে উৎসারিত। নৈতিকতা বা নীতিবোধের বিকাশ ঘটে মানুষের ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত বোধ বা অনুভূতি থেকে।

নৈতিকতা মূলত ব্যক্তিগত এবং সমাজিক ব্যাপার। নৈতিকতা মানুষের মানুসিক আচারন নিয়ন্ত্রন করে। আচরন নিয়ন্ত্রন করে মানুষের কল্যান সাধনই নৈতিকতার লক্ষ। যে রাষ্ট্রের মানুষের নৈতিক মান সুউচ্চ, সেদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সহজ।

আইনের উৎস: অধ্যাপক হল্যান্ডের মতে, আইনের উৎস হলো ৬টি। যথা:

① প্রথা প্রথা
② ধর্ম।
③ বিচারকের রায়।
④ ন্যায়বিচার।
⑤ বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা।
⑥ আইনসভা।

প্রথা: প্রথা আইনের একটি সুপ্রাচীন উৎস। প্রাচীনকাল প্রাচীনকাল থেকে যেসব আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ও অভ্যাস সমাজে অধিংশ জনগন কর্তৃক সমর্থিত, স্বীকৃত ও পালিত হয়ে আসছে, তাকে প্রথা বলে।

② ধর্ম: প্রাচীন ও মধ্যযুগে ধর্মীয় বিশ্বাস মানুষের জীবনবোধের খুব গভীরে নিহিত থাকায় অনেক বিধি-নিষেধ ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এ সমস্ত ধর্মীয় বিধি-বিধানসমূহ রাষ্ট্রীয় আইনে পরিনত হয়।

Scanned with CamScanner

③ বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত :
বিচারকরা দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে বিচার কাজ পরিচালনা করে থাকেন। অস্পষ্ট শব্দগত ব্যাখ্যার কারনে অথবা পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে বিচারকরা যখন দেশে বিরাজমান আইন দ্বারা মামলা মকদ্দমার নিষ্পত্তি করতে অসমর্থ হন না, তখন তারা নিজেদের বিবেক, প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা থেকে নতুন আইন সৃষ্টি করেন।

④ বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা : প্রখ্যাত আইন বিশেষজ্ঞদের মূল্যবান ও আরগর্ভ আলোচনা, বিশ্লেষন এবং লিখিত গ্রন্থ সমূহ আইনের উৎস হিসেবে কাজ করে। বিচারকগণ যখন কোনো বিতর্কিত জটিল বিষয়ে আইনজ্ঞদের এসব মতামত গ্রহন করেন তখন তা প্রচলিত আইনের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়।

⑤ আইনসভা : আধুনিককালে আইনের প্রধানতম উৎস হচ্ছে আইন পরিষদ। আইনসভা জনমতের সাথে সঙ্গতি রেখে আইন প্রনয়ন করে। আইন পরিষদ শুধু নতুন আইন তৈরি করে না, পুরনো আইন

সংশোধন করে তা যুগোপযোগী করে তুলে।

অন্যায়বোধ: আইন নির্দিষ্ট ও স্থিতিশীল। কিন্তু সমাজ জীবন পরিবর্তনশীল ও গতিময়। দেশের প্রচলিত আইন যখন যুগোপযোগী বিবেচিত হয় না বা পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে কঠোর বা অনুপযুক্ত হয়ে ওঠে। বিচারকরা তখন তাদের শুভবুদ্ধি, সচেতন বিচারবুদ্ধিমাফিক সেই আইনের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন কিংবা নতুন আইন তৈরি করেন।

(গ)

স্বাধীনতার মূল বিষয়-বস্তু:

স্বাধীনতার ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Liberty'. Liberty শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Liber থেকে এসেছে। Liber শব্দের অর্থ স্বাধীন বা মুক্ত। সুতরাং ব্যুৎপত্তিগত অর্থে স্বাধীনতা বলতে অ-অধীনতাকে বোঝায় অর্থাৎ নিজের ইচ্ছেমতো যা খুশি তা করার অধিকারকে স্বাধীনতা বলে। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বাধীনতা শব্দটি

এ অর্থে ব্যবহৃত হয় না। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বাধীন-
রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বাধীনতা বলতে অপরের কাজে কোনো ধরনের বাধা সৃষ্টি না করে নিজের ইচ্ছামতো কাজ করার অধিকারকে বোঝায়।

মি. জি. বার্নস এর মতে, স্বাধীনতা হলো ব্যক্তির স্বাভাবিক বিকাশ, ব্যক্তির সামর্থ্যের উন্নয়ন।

অধ্যাপক লাস্কি বলেন, স্বাধীনতা হচ্ছে সেই সব সামাজিক অবস্থার উপর থেকে বাধা-নিষেধের অপসারন, যা আধুনিক সভ্যজগতে ব্যক্তির সুখ-স্বাচ্ছন্দ বিধানের জন্য প্রয়োজন।

উপযুক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায়, স্বাধীনতা বলতে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও কল্যানমূলক কার্যাবলির মাধ্যমে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি-করাকে বোঝায়, যা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে।

Scanned with CamScanner

নিম্নে সাহায্যে স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ তুলে ধরা হলো :

① ব্যক্তি বা পৌর স্বাধীনতা ।

② আইনগত স্বাধীনতা ।

③ রাজনৈতিক স্বাধীনতা ।

④ জাতীয় স্বাধীনতা ।

⑤ প্রাকৃতিক স্বাধীনতা ।

⑥ সামাজিক স্বাধীনতা ।

⑦ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ।

পরিশেষে বলা যায়, স্বাধীনতা শব্দটিকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করার ফলে স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপের উদ্ভব ঘটেছে । লাস্কির মতে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতার উপর অন্যান্য স্বাধীনতা নির্ভরশীল । বস্তুত অর্থ-নৈতিক স্বাধীনতা না থাকলে অন্যান্য স্বাধীনতাকে বাস্তবে রূপায়িত অসম্ভব ।

Scanned with CamScanner

আইন, স্বাধীনতা ও সাম্যের পারস্পরিক সম্পর্ক

আইন, স্বাধীনতা ও সাম্য এ তিন বিষয় পরস্পরের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। এ তিনটি বিষয়ের মধ্যে ত্রি-মাত্রিক সম্পর্ক ও সমগ্রতা বিদ্যমান। এ তিনটি বিষয়ের কোনো একটি ব্যতীত অপর দুটি বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। সমাজে আইন না থাকলে স্বাধীনতা ভোগ করা যায় না। কেননা আইন হলো স্বাধীনতার রক্ষক ও নিয়ন্ত্রক। আবার, সমাজে আইনের সুস্পষ্ট প্রয়োগ ব্যতীত সাম্য সুনিশ্চিত হয় না,

স্বাধীনতা আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই স্বাধীনতা অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত হলে দুর্বলের স্বাধীনতা খর্ব হবে। কারন শিল্পপতি শ্রেনী অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা পেলে শ্রমিক শ্রেনির স্বাধীনতা খর্ব হবে। আইন ছাড়া ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য শক্তির দরকার। আর শক্তি প্রয়োগের ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য দেখা দেবে।

Scanned with CamScanner

স্বাধীনতার শর্ত পূরন ছাড়া সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাই সাম্য ছাড়া, স্বাধীনতার কথা কল্পনা করা যায় না।

অধ্যাপক লাস্কি বলেন, একটি রাষ্ট্রের যত বেশি সাম্য থাকবে, সে রাষ্ট্রে তত বেশি স্বাধীনতা থাকবে।

স্বাধীনতা ভোগ করার পূর্বে সাম্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য সাম্য ও স্বাধীনতা উভয়ের প্রয়োজন

পরিশেষে বলা যায়, আইন স্বাধীনতা ও সাম্য পরস্পরের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এগুলোর মধ্যে তিমাত্রিক সমগ্রতা লক্ষনীয়। এ তিনটি বিষয়ের কোনো একটিকে পরস্পর থেকে আলাদা করা যায় না। এদের প্রত্যেকটির লক্ষ হলো ব্যক্তিসত্তার পরিপুন বিকাশ সাধন।

Scanned with CamScanner

উপস্থাপনা:

সমাজজীবনে মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আচার ব্যবহার ও কর্মকান্ড যে সকল নীতিমালার মাধ্যমে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের সমষ্টিকে সামাজিক মূল্যবোধ বলে। যে সমাজ ও রাষ্ট্রে গনতান্ত্রিক মূল্যবোধের ধারনা যত বেশি উন্নত, সে সমাজ ও রাষ্ট্র তত বেশি উন্নত ও প্রগতিশীল। সুশাসনের সাথে গনতান্ত্রিক মূল্যবোধের সম্পর্ক খুবই নিবিড়।

মূল্যবোধ থেকে আসে আইন। আইন হচ্ছে নাগরিকদের আচার নিয়ন্ত্রনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় কিছু বিধানের সমষ্টি যা রাষ্ট্র ও সমাজ কতৃক গৃহীত ও সমর্থিত এবং জনকল্যানের জন্য অপরিহার্য। আইন স্বাধীনতার শর্ত ও প্রধান রক্ষাকবচ। আইন. স্বাধীনতার পাশা পাশি রয়েছে সাম্যের ধারনা। সাম্যের সাধারন অর্থ হলো সমান। গনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নীতিগতভাবে স্বীকার করা হয় যে, সকল মানুষ সমান।

Scanned with CamScanner

পৌরনীতি ও শুশ্রূষায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ, স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা এবং সকলকে সমানভাবে আত্মবিকাশের সুযোগ প্রদানের ব্যবস্থা করাকে সাম্য বলে। গণতন্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন, স্বাধীনতা ও সাম্যের সমন্বয় অত্যন্ত গভীর।